Visit http://www.asram.org

পিতরের প্রথম পত্র

১ ১-২ যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূত আমি, পিতর, যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করার জন্য ও তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হবার
জন্য পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণের মধ্য দিয়ে যাদের বেছে নেওয়া হয়েছে, পন্তাস,
গালাতিয়া, কাপ্পাদোসিয়া, এশিয়া ও বিথিনিয়ায় প্রবাসী হিসাবে ছড়িয়ে পড়া সেই ভাইদের সমীপে: অনুগ্রহ ও শান্তি
প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের উত্তরাধিকার

৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, আপন মহাকরুণাগুণে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যীশুখ্রীষ্টের
পুনরুত্থান দ্বারা এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, ৪ অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের
নবজন্ম দান করেছেন। সেই উত্তরাধিকার স্বর্গে তোমাদেরই জন্য সঞ্চিত রয়েছে, ৫ যারা ঈশ্বরের পরাক্রমে বিশ্বাসগুণে
সংরক্ষিত রয়েছ সেই পরিত্রাণের উদ্দেশে যা অন্তিমকালে প্রকাশিত হবার জন্য প্রস্তুত।
৬ এ তোমাদের জন্য মহা আনন্দের বিষয়, যদিও এখন কিছুকালের মত তোমাদের নানা পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট ভোগ
করতে হচ্ছে ৭ যেন তোমাদের বিশ্বাস, যা নশ্বর সোনার চেয়ে এমনকি আগুন দ্বারা যাচাইকৃত সোনার চেয়েও অনেক
মূল্যবান, সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা যেন যীশুখ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশের দিনে প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানের কারণ হয়ে
দাঁড়ায়। ৮ তোমরা তো তাঁকে দেখনি, তা সত্ত্বেও তাঁকে ভালবাস, আর এখনও তাঁকে না দেখা সত্ত্বেও তাঁকে বিশ্বাস
করে অনির্বচনীয় ও গৌরবময় আনন্দে মেতে উঠছ; ৯ আর ইতিমধ্যে তোমাদের সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ
তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ, তোমরা জয় করে নিচ্ছ।
১০ তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহ সম্পর্কে যে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, তাঁরা তেমন পরিত্রাণের প্রসঙ্গেই
অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করেছিলেন; ১১ তাঁদের অন্তরে নিবাসী খ্রীষ্টের সেই আত্মা যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত নানা
যন্ত্রণা ও তার পরবর্তী গৌরবকীর্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, তখন তাঁরা অনুসন্ধান করছিলেন তিনি কোন্ সময় ও
কোন্ পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। ১২ তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়,
তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন, যা এখন তোমাদের কাছে তাঁরাই জানিয়েছেন, যাঁরা স্বর্গ থেকে
প্রেরিত পবিত্র আত্মা গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন; আর সেই সকল বিষয় এমন, যা স্বর্গদূতেরা
তার উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য আকাঙ্ক্ষী!

নবজীবনের দাবি—পবিত্রতা

১৩ সুতরাং তোমরা কাজের জন্য নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে মিতাচারী হও, একান্তভাবে প্রত্যাশা রাখ সেই
অনুগ্রহে যা যীশুখ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশে তোমাদের দেওয়া হবে। ১৪ বাধ্যতার সন্তানের মত তোমরা তোমাদের আগেকার
অজ্ঞতার কামনা-বাসনা অনুসারে আর চলো না, ১৫ কিন্তু যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ
অনুসারে তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও। ১৬ কারণ লেখা আছে: *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে*
পবিত্র। ১৭ আর যিনি কোন পক্ষপাতিত্ব না করে প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী বিচার করেন, তাঁকে যখন পিতা বলে ডাক,
তখন তোমরা যতদিন এ জগতে প্রবাসী হয়ে থাক, ততদিন সভয়েই জীবনযাপন কর, ১৮ একথা জেনে যে, তোমাদের
সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়,
১৯ বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ। ২০ তিনি জগৎপত্তনের
আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন, কিন্তু এই অন্তিমকালে তোমাদের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন! ২১ তাঁর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরে
বিশ্বাসী হয়ে উঠেছ যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও
আশা ঈশ্বরেই থাকে।

বাণী দ্বারা নবজন্ম

২২ সত্যের প্রতি বাধ্যতা গুণে অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ নির্মল করেছ বলে তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে
পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস; ২৩ কারণ তোমরা ক্ষয়শীল কোন বীজ থেকে নয়, বরং অক্ষয়শীল এক বীজ থেকে,
অর্থাৎ ঈশ্বরের জীবন্ত ও নিত্যস্থায়ী বাণীগুণেই নবজন্ম লাভ করেছ। ২৪ কেননা *মর্তমানুষ ঘাসের মত, আর তার সমস্ত*
কান্তি ঘাসফুলের মত। শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল, ২৫ *কিন্তু প্রভুর বচন চিরস্থায়ী।* আর এই বচন হল সেই
শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।
২ অতএব, তোমরা সমস্ত শঠতা ও সমস্ত ছলনা এবং কপটতা, যত ঈর্ষা ও যত পরনিন্দা ত্যাগ করে ২ নবজাত শিশুর
মত সেই অমিশ্রিত দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হও যা বাণীরই দুধ, যেন তা গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে পার,
৩ অবশ্য তোমরা যদি ইতিমধ্যে *আস্বাদন করে থাক, প্রভু কত মঙ্গলময়।*

ভক্তমণ্ডলীর ভিত ও তার উদ্দেশ্য

৪ মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বেছে নেওয়া ও মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে
এগিয়ে এসে তোমরাও, ৫ জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ,
যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার। ৬ কেননা শাস্ত্রে আমরা একথা
পড়তে পারি যে, *দেখ, আমি সিয়োনে বেছে নেওয়া মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ তার
উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।* ৭ তাই বিশ্বাসী যে তোমরা, সেই প্রস্তর তোমাদের মূল্যবান করে তোলে,
কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের পক্ষে *যে প্রস্তরটি গৃহনির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করল, তা হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর,*
৮ *হোঁচটের একটা প্রস্তর, ও স্খলনের একটা শৈল।* সেই বাণীতে বিশ্বাস না রাখায় তারা হোঁচট খায়; এ ছিল তাদের
জন্য পূর্বনিরূপিত দশা!

৯ কিন্তু তোমরা, যারা *এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন জাতি যাকে
ঈশ্বর নিজেরই জন্য কিনেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে* যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের
আহ্বান করেছেন, ১০ তোমরা তো এককালে ছিলে '*জনগণ-নয়*', এখন কিন্তু *ঈশ্বরের আপন জনগণ;* তোমরা ছিলে
দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু *দয়া পেয়েই গেছ।*

খ্রীষ্টান নয় এমন জনসমাজের মধ্যে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবনধারণ

১১ প্রিয়জনেরা, আমার একান্ত আবেদন: বিদেশী ও প্রবাসী ব'লে তোমরা মাংসের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা
থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখ, যা প্রাণকে আক্রমণ করে। ১২ বিধর্মীদের মধ্যে তোমাদের আচার-ব্যবহার উত্তম
হোক, যারা এখন অপকর্মা বলে তোমাদের নিন্দা করছে, তোমাদের সৎকর্ম দে'খে তারা যেন প্রতিদানের দিনে
ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে।

পৌর কর্তৃপক্ষের প্রতি কর্তব্য

১৩ প্রভুর খাতিরে তোমরা সমস্ত মানবীয় কর্তৃপক্ষের অনুগত থাক: প্রধান বলে রাজারই অনুগত হও,
১৪ অপকর্মাদের শাস্তি দিতে ও সৎমানুষদের প্রশংসা করতে তাঁর প্রেরিতজন ব'লে প্রদেশপালদেরও অনুগত হও।
১৫ কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: সদাচরণ করতে করতে তোমরা নির্বোধ মানুষদের অজ্ঞতা স্তব্ধ করে দেবে। ১৬ স্বাধীন
মানুষের মতই ব্যবহার কর; কিন্তু শঠতা ঢেকে রাখার জন্য সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করো না, বরং ঈশ্বরের দাস বলে
আচরণ কর। ১৭ সকলকে সম্মান দেখাও, ভ্রাতৃমণ্ডলীকে ভালবাস, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর।

মনিবদের প্রতি দাসের কর্তব্য

১৮ তোমরা যারা ক্রীতদাস, গভীর সম্ভ্রম দেখিয়ে তোমাদের মনিবদের প্রতি বাধ্য হও; যারা দরদী বিবেচক,
কেবল তাদেরই প্রতি নয়, যাদের তুষ্ট করা কঠিন, তাদেরও প্রতি। ১৯ কেননা অন্যায়-শাস্তি ভোগ ক'রে যন্ত্রণা সহ্য
করা, তা ঈশ্বরের প্রতি সদ্বিবেকের খাতিরে একটা অনুগ্রহ; ২০ বস্তুত তোমাদের নিজেদের অপরাধের ফলেই শাস্তি
সহ্য করায় গৌরব কী? কিন্তু সদাচরণ ক'রে সহিষ্ণুতার সঙ্গে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ। ২১ আর
আসলে তোমরা এই উদ্দেশ্যেই আহূত হয়েছ, কারণ খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি
আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর। ২২ *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও
পাওয়া যায়নি ছলনার কথা।* ২৩ অপমানিত হলে তিনি প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না; যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন
না, বরং ন্যায় অনুসারে বিচার করেন যিনি, তাঁরই হাতে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন। ২৪ তিনি নিজের দেহে
আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার
উদ্দেশে জীবনযাপন করি। *তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ।* ২৫ তোমরা *মেষের মত পথভ্রষ্ট হয়েছিলে*, কিন্তু
এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরে এসেছ।

খ্রীষ্টীয় দাম্পত্য-জীবন

৩ তেমনি ভাবে, বধূরা, তোমরাও তোমাদের স্বামীর অনুগত হও; তাদের কেউ কেউ যদিও বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হতে
অসম্মত হয়, ২ তবু যখন বধূর নির্মল ও সম্ভ্রমশীল আচার-ব্যবহার দেখবে, তখন ঠিক সেই আচার-ব্যবহার, বিনা
কথায়, তার মন জয় করবে। ৩ তোমাদের ভূষণ যেন চুল বাঁধার কায়দা, সোনার গয়না বা সাজসজ্জার মত বাহ্যিক
ব্যাপার না হয়, ৪ কিন্তু কোমলতা ও শান্তিতে পূর্ণ আত্মার অক্ষয় শোভায় হৃদয়ের গুপ্ত স্থান ভূষিত কর: ঈশ্বরের
দৃষ্টিতে এ-ই মহামূল্যবান। ৫ কেননা আগেকার যে পবিত্রা নারীরা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখতেন, তাঁরাও সেইভাবে
নিজেদের ভূষিতা করতেন; তাঁরা স্বামীদের অনুগত ছিলেন; ৬ যেমন সেই সারা, যিনি আব্রাহামকে প্রভু বলে সম্বোধন
করে তাঁর প্রতি বাধ্য ছিলেন। তোমরা তো সেই সারার সন্তান হয়ে উঠেছ—অবশ্য যদি সদাচরণ কর ও কোন ভয়ে
ভীত না হও। ৭ তেমনি ভাবে, স্বামীরা, নারীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব'লে তাদের সঙ্গে সদ্বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার
কর; তাদের সম্মান কর, যেহেতু তারাও তোমাদের সঙ্গে জীবনের অনুগ্রহের উত্তরাধিকারিণী। তবেই তোমাদের
প্রার্থনার পথে কোন বাধা দেখা দিতে পারবে না।

পারস্পরিক ভালবাসা

৮ শেষ কথা : তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত ; ৯ অমঙ্গলের প্রতিদানে
অমঙ্গল করো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য ব্যবহার করো না ; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা তোমরা তা করতেই
আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ। ১০ কারণ : *জীবনই যার অভিলাষ, মঙ্গল
দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা, সে কুকর্ম থেকে নিজের জিহ্বা ও ছলনার কথা থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত
রাখুক,* ১১ *পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম করুক, শান্তির অন্বেষণ ক'রে করুক অনুসরণ।* ১২ *কেননা প্রভু ধার্মিকদের
উপর দৃষ্টি রাখেন, তাদের মিনতি কান পেতে শোনেন ; কিন্তু অপকর্মাদের প্রতি প্রভু বিমুখ।*

নির্যাতনের দিনে আস্থা

১৩ আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? ১৪ কিন্তু যদিও
ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী! *ওদের ভয়ে ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না,* ১৫ বরং
হৃদয়ে খ্রীষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর ; এবং যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে
উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক। ১৬ তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও, যেন যারা
তোমাদের খ্রীষ্টীয় সদাচরণের নিন্দা করে, তোমাদের নিন্দা করতে করতে তারা নিজেরাই লজ্জায় পড়ে। ১৭ কেননা,
ঈশ্বর যদি এমনটি ইচ্ছা করেন, তবে অসদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করার চেয়ে সদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ
করাই শ্রেয়।

খ্রীষ্টের বিজয় সকলের কাছেই প্রকাশ্য

১৮ খ্রীষ্ট নিজেও তো পাপের জন্য একবার, চিরকালের মত মরলেন—যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য
মরলেন, যেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন ; মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু
সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। ১৯ এবং আত্মায় তিনি কারারুদ্ধ সেই আত্মাদেরও কাছে গিয়ে বাণীপ্রচার করলেন ;
২০ এককালে, সেই নোয়ার সময়ে, জাহাজ নির্মাণের সেই দিনগুলিতে যখন ঈশ্বর সহিষ্ণুতার সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন,
তখন সেই সমস্ত আত্মা অবাধ্য হয়েছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক—মোট আটজন লোক—জলের মধ্য দিয়ে ত্রাণ
পেয়েছিল। ২১ এখন, সেই প্রতীকের বাস্তবতা অর্থাৎ দীক্ষাস্নান আমাদের ত্রাণ করে ; দীক্ষাস্নান তো দেহের মলিনতা
মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত সদ্বিবেকের পণ—সেই যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান গুণে, ২২ যিনি স্বর্গে
গমন ক'রে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

পাপের সঙ্গে বিশ্বাসীর সম্পর্ক ছিন্ন

৪ খ্রীষ্ট মাংসে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বিধায় তোমরাও সেই একই মনোভাব হাতিয়ার করে নিজেদের সজ্জিত
কর ; কেননা যে কেউ মাংসে দুঃখযন্ত্রণা স্বীকার করেছে, পাপের সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়েছে, ২ এই
মরদেহে তার বাকি জীবন ধরে সে যেন মানবীয় কামনা-বাসনার নয়, ঈশ্বরেরই সেবা করে যেতে পারে। ৩ বিধর্মীদের
দুর্মতি মিটিয়ে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, যত কামনা-বাসনা, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব, মদ্যপান, মাতলামি ও
নীতিহীন মূর্তিপূজায় পথ চলে যত কাল কেটেছে, আর নয়! ৪ তেমন ব্যাপারে তোমরা ওদের সঙ্গে একই সর্বনাশের
স্রোতের দিকে ছুটে যাচ্ছ না দে'খে তারা এজন্যই আশ্চর্য হয়ে তোমাদের নিন্দা করে। ৫ কিন্তু যিনি মৃত ও জীবিতদের
বিচার করতে উদ্যত, তাঁরই কাছে ওদের হিসাব দিতে হবে ; ৬ এজন্যই মৃতদের কাছেও শুভসংবাদ ঘোষণা করা
হয়েছে, যেন তারা মরদেহে মানুষ অনুসারে বিচারিত হওয়ার পর ঈশ্বর অনুসারে আত্মায় জীবিত থাকতে পারে।

শেষ পরিণাম সন্নিকট

৭ সবকিছুর শেষ পরিণাম কাছে এসে গেছে। সুতরাং প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সুবিবেচক ও মিতাচারী হও। ৮ সর্বোপরি
পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাস, কারণ ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়। ৯ গজগজ না করে পরস্পরের প্রতি
অতিথিপরায়ণ হও, ১০ তোমরা যে যেমন অনুগ্রহদান পেয়েছ, ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহের উত্তম গৃহাধ্যক্ষের মত সেই
অনুসারে পরস্পরের সেবা কর। ১১ যার কথা বলার, সে এমনভাবেই বলুক যেন ঈশ্বরের বাণী ব্যক্ত করে ; যার সেবা
করার, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুসারেই সেবা করুক, যেন সবকিছুতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা,
যাঁরই গৌরব ও প্রতাপ যুগে যুগান্তরে। আমেন।

খ্রীষ্টের জন্য কষ্টভোগ

১২ প্রিয়জনেরা, তোমাদের যাচাই করার জন্য যে অগ্নিকাণ্ড তোমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হয়ো না
কেমন যেন তোমাদের অদ্ভুত কিছু ঘটছে ; ১৩ বরং যতখানি তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি
আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। ১৪ খ্রীষ্টের নামের জন্য যদি
তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, *গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের
উপরে অধিষ্ঠিত।* ১৫ তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন নরঘাতক বা চোর বা অপকর্মা বা পরাধিকারচর্চী বলেই দুঃখযন্ত্রণা

ভোগ করতে না হয়। ১৬ কিন্তু কাউকে যদি খ্রীষ্টান বলে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তবে লজ্জাবোধ না করে সে বরং যেন এই নামের জন্য ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে। ১৭ কেননা এমন সময় এসেছে, যখন বিচার ঈশ্বরের গৃহ নিয়েই শুরু হচ্ছে; আর তা যখন আমাদের নিয়ে শুরু হয়, তখন যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করতে অসম্মত, তাদের শেষ পরিণাম কী হবে? ১৮ আর *ধার্মিকের পক্ষে যখন পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন, তখন ভক্তিহীন ও পাপীর দশা কীবা হবে?*

১৯ সুতরাং যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে দুঃখযন্ত্রণা পায়, তারাও সদাচরণ করতে করতে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হাতে নিজেদের প্রাণ সঁপে দিক।

প্রবীণবর্গের প্রতি বাণী

৫ তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা: ২ ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, ৩ তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। ৪ তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

সকল বিশ্বাসীর প্রতি বাণী

৫ তেমনি ভাবে, হে যুবকেরা, তোমরা প্রবীণদের অনুগত হও। তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও, কারণ *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।*

৬ তাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ, যেন যথাসময় তিনি তোমাদের উন্নীত করেন।
৭ *তোমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার* তাঁর উপরেই *ছেড়ে দাও*, কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।
৮ মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক; তোমাদের শত্রু, সেই দিয়াবল, গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে। ৯ বিশ্বাসে অটল থেকে তোমরা তাকে প্রতিরোধ কর, একথা জেনে যে, জগৎসংসার জুড়ে তোমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘও একই রকম দুঃখযন্ত্রণা বহন করছে।

১০ আর সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। ১১ প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

১২ আমি এই স্বল্প কথা—আশা করি তা স্বল্পই বটে—বিশ্বস্ত ভাই সিল্‌ভানুসের মধ্য দিয়ে লিখে পাঠালাম তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্য ও এই সাক্ষ্যও দেবার জন্য যে, এ ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ। তাতে স্থিতমূল থাক।

১৩ বাবিলনের এই জনমণ্ডলী, তোমাদের মত যাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; আমার সন্তান মার্কও তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ১৪ তোমরা প্রীতিচুম্বনে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাও। তোমরা যারা খ্রীষ্টে আছ, তোমাদের সকলের শান্তি হোক।